R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483- 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শক্রঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
১২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭।
৪ঠা আগষ্ট ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

দেশের নিরাপত্তাকে নস্যাৎ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় দেয়া হচ্ছে ভূয়া জন্ম সার্টিফিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রাম নুরপুরের জনৈক বাসিন্দা হুমায়ুন বিশ্বাসের ছেলে সামিরুল ইসলাম ৫০টা টাকার বিনিময়ে আহিরণ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ভূয়া জন্ম সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। পাসপোর্টের প্রয়োজনে এই প্রমাণপত্র তার জরুরী প্রয়োজন বলে জানা যায়। ঐ জন্ম সার্টিফিকেটে সামিরুলের জন্ম তারিখ ৩০/২/১৯৯০ উল্লেখ আছে। সার্টিফিকেটে সই করেছেন ডাঃ এ বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অমল প্রধানের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, 'জন্ম তারিখটা সার্টিফিকেটে ভুল লেখা হয়েছে, ওটা ৩০-৩-১৯৯০ হবে। অফিস রেজিষ্টারে ৩০-৩ করা আছে'। কিন্তু রেজিষ্টারে দেখা যায় সব কিছু কাটাকুটি করে ঠিক করা হয়েছে। শুধু তাই নয় – সার্টিফিকেট (শেষ পাতায়)

বিপিএল তালিকার গৃহহীনদের ৪০০ বাড়ীর মধ্যে ৩০০ অন্যদের দখলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় গত আর্থিক বছরে ইন্দিরা আবাসন যোজনার টাকায় বিপিএল পরিবারদের জন্য ৪০০ গৃহ নির্মাণ হয়। যারা এই গৃহের হকদার হবেন তাদের নিজস্ব জায়গাসহ ষোল হাজার টাকা জমা দিলে পুর কর্তৃপক্ষ বাকি টাকা দিয়ে মোট এক লক্ষ টাকার গৃহ নির্মাণ করে দেবে। সেভাবে নক্সাও দেখান হয় গৃহ প্রাপকদের। কিন্তু অভিযোগ, পুর কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে নক্সার ধারে কাছেও যায়নি এবং প্রকৃত গরীবদের কাছে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখে কাউন্সিলাররা চড়া দামে ঐ সব গৃহ নিজেদের পরিচিতদের চুপে চাপে দিয়ে দেন। ঠিকাদাররাও সুযোগ বুঝে নিজেদের ভাই বা বন্ধুদের নামে ঐ সব গৃহ খরিদ করে (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর হাসপাতালে খুব তাড়াতাড়ি শিশুদের জন্য ইনটেনসিভ্ কেয়ার ইউনিট চালু হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কড়া শাসনে ও আদালতের নির্দেশে শিক্ষা নিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে বলে খবর। হাসপাতালের আশে পাশে যে সমস্ত নোংরা আবর্জনার স্তুপ জমে ছিল যে সব সকাল দশটার মধ্যে নিয়মিত পরিস্কার করা হচ্ছে বলে জানান হাসপাতালের সুপার ডাঃ মালব সাহা। এখানকার আউটডোর পরিষেবা সম্পর্কে মানুষের ক্ষোভ অনেক দিনের। এ প্রসঙ্গে সুপার জানান – মূলতঃ বিভিন্ন বিভাগের ১০/১৫ জন ডাক্তার প্রতিদিন আউটডোরে বসার কথা। কিন্তু প্রায় কোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে ডাক্তারবাবুদের আদালতে হাজিরা দিতে হয়। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে যে সমস্ত ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে (শেষ পাতায়)

যানবাহনের দাপাদাপি জঙ্গিপুরের নাগরিকদের ভাবাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর শহর এলাকায় যানবাহনের সমস্যা দিনে দিনে জটিল আকার নিচ্ছে। সাইকেল, রিক্সা, মালবাহী ভ্যান, ঘোড়াগাড়ি, ছোড় বড় প্রাইভেট কার বা ট্যাক্সি, বর্তমানে যাত্রী বা মাল পরিবহনে তিন চাকার মোটর ভ্যান। সব মিলিয়ে স্বল্প পরিসরের রাস্তায় জনসাধারণের নাকালের অন্ত নেই। তার সাথে শহরের বুকে মোটর সাইকেলের (শেষ পাতায়)

মিড-ডে-মিলের চাল চুরিতে প্রধান শিক্ষক থেকে রাধুনী প্রত্যেকে জড়িত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিঘরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিলের চাল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামের লোকজন রাধুনীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। প্রায় ২৫ কেজি চাল তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় গত সপ্তাহে। এই পৌর এলাকার সমস্ত বিদ্যালয়ের রান্নার দায়িত্বে আছে স্বনির্ভর গোষ্ঠী। দিঘরী প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

কংগ্রেসের মহকুমা সভাপতির দায়িত্বে মুক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সপ্তাহে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতির দায়িত্ব দিলেন মুক্তিপ্রসাদ ধরকে। মহকুমা সংগঠনকে জনমুখী ও শক্তিশালী করতে এবং কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এক সঙ্গে পথ চলার অঙ্গীকার নিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পদের দায়িত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করবেন বলে এক সাক্ষাতকারে মুক্তি জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গৌতম মনিয়া

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৭

কোথায় আলো

বর্তমানকালে সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে কতটা জেরবার হইতেছে, তাহারই দ্যোতক 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা !' ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় কর্তব্যরত অগ্রসরমান এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অসহায়ত্ব ও বিপদ বুঝাইতে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে গর্জনকারী অগ্নিবর্ষী কামানসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত রাজ্যের সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে এমন বিপন্ন যে বলিবার নয়।

ভোটে রিগিং, গণনায় কারচুপি, ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর পরিচালনায় ভোট পর্বের সুপরি চালনা ইত্যাদি ত একটা সাময়িক ব্যাপার। ইহা সবসময়ের বিপদ নয়। কিন্তু বর্তমানে সারা বৎসরই নানা অপকৌশলে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক নির্বাহকার্য চরম বিঘ্নিত। গ্রামে-গঞ্জে কোন রাজনৈতিক দলের অপরিসীম প্রভাবের জন্য বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ব্রতাবলম্বীদের স্বচ্ছন্দ বসবাস রহিতেছে না। প্রবলের আক্রোশের শিকার হইয়া বিভিন্নভাবে হেনস্থা হইবার ঘটনা আজ সুলভ। 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ' আর বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। প্রবলের অসংখ্য অন্যায়ের বন্যায় 'বিচারের বাণী' ভাসিয়া যায়। শান্তিরক্ষক প্রশাসন রাজনৈতিক দলের প্রশয়পুষ্ট হইয়া সাক্ষীগোপালের ভূমিকা লইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তাই শ্মশানভূমিতে পিশাচের তাণ্ডব, স্থানে স্থানে নারী ধর্ষণের মহোল্লাস, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিতে কালীয় নাগের বিষাক্ত শ্বাস, সাংবাদিকদের কর্তব্যপালনে বা দান নিত্য ঘটনা।

অর্থনৈতিক দুর্দশা সাধনের বিপুল এ এখনকার দিনে লক্ষণীয়। 'অচলা' তাই স হইয়াছে। এক তহবিলের অর্থ অন্যত্র স যাইতেছে। কোথাও কোথাও ডাকঘরে তছর দুর্নীতি চলিয়াছে।

খুন-ধর্ষণ-দুর্নীতি-ভীতিপ্রদর্শন-অত্যাচার-অর্থ তছরূপ বহাল তবিয়তে সারা দেশে স্থান করিয়া লইতেছে। অভিযুক্ত বেমালুম নিশ্চিন্ত রহিতেছে। সাধারণ মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইবে তাহাই প্রশ্ন।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ওয়ার্ড কমিটি গঠন প্রসঙ্গে

১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পৌর সংশোধনী আইন অনুসারে পৌর প্রসাশনকে আরো বেশী জনমুখী ও গণতন্ত্রসম্মত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি পৌরসভায় বর্তমানে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা বাধ্যতামুলক। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলার ও ঐ ওয়ার্ডের কয়েকজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু জঙ্গীপুর পৌর সভায় ওয়ার্ড কমিটি গঠনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাউন্সিলার ও পৌরপিতা অনুগত দলীয় লোকদেরই সেখানে মনোনীত করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবী মানুষের তেমন কোন প্রতিনিধিত্ব থাকে না। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ সচেতন মানুষকে ওয়ার্ড কমিটিতে মনোনীত করা উচিত। এবং ওয়ার্ড কমিটির মিটিংগুলিও নির্দিষ্ট সময় যাতে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত। বিগত পৌর সভায় অনেক ওয়ার্ডে কোন কমিটিরই মিটিং ঠিকমত হয়নি। পৌর প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিটি ঠিকমত গঠন করা এবং তার মিটিং পরিচালন করা অত্যন্ত আবশ্যিক নয় কি ?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২

বরুণ রায়

৯ই আগষ্টের রক্তঝরা ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে চির অম্লান হয়ে থাকবে। ১৯৪২ এর ৯ আগষ্ট গান্ধীজীর ডাকে 'ভারত ছাড়' রণধ্বনি তুলে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। শুরুতেই গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা কারারুদ্ধ হন। সংগ্রামের কোন রূপরেখা তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। ইংরেজ শাসনে নিষ্পিষ্ট দেশবাসী সেদিন দৃঢ়মুষ্টিতে সংগ্রামের পতাকা তুলে নেয়।

মৃত্যুপণ সংগ্রামীদের কাছে হিংসা-অহিংসার কূটতর্ক সেদিন কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। কারা কিভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করবে সে প্রশ্নও অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আঞ্চলিক স্তরে জনসাধারণের মধ্য থেকে স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন গণ-সংগ্রামের রূপ নেয়। সামনে স্থির লক্ষ্য একটিই ছিল – বিদেশী শাসকদের বিতাড়িত করে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করা। জনরোষের প্রবল প্লাবন সেদিন সারা ভারতে আছড়ে পড়ে। বিদেশী শাসকদের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। অন্তি, চিমুর, বালিয়া, সাতারার মানুষ রক্তের আখরে নিজেদের জয় ঘোষণা করেছিল। বাঙ্গালীও সেদিন পিছিয়ে থাকেনি। মেদিনীপুর ও বালুরঘাটে স্বাধীন সরকার সৃষ্টি হয়েছিল।

বিয়াল্লিশের গণসংগ্রাম ইংরেজের অস্ত্রবল ও পশুশক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে সেদিনের হাজারো স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরের রক্তস্রোত ও মায়ের অশ্রুধারা বিফলে যায়নি। ৪২-এর বিস্ফোরণ ও নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের 'দিল্লী চলো' অভিযান না হ'লে পরবর্তী যুদ্ধোত্তর কালের ছাত্র বিক্ষোভ, নৌ-বিদ্রোহ, পুলিশ ও ডাক-তার ধর্ম্মঘট সম্ভব হত না। ১৯৪২ ভারতের শৃঙ্খলমুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে।

স্বাধীনতা লাভের অর্ধ শতাব্দী পর আজ আমরা ইতিহাসের নূতন এক ক্রান্তিকালের সম্মুখীন হয়েছি। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আজ চারিদিক আচ্ছন্ন। মূল্যবোধের অবনমন, (৩য় পাতায়)

শিক্ষার অধিকার

দেবব্রত সেন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'শিক্ষার অধিকার' নামে একটি আইন প্রবর্তিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীকে তার অকৃতকার্যজনিত কারণে ঐ শ্রেণীতে রাখা যাবে না, তাকে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দিতে হবে। অর্থাৎ 'পাশ-ফেল'-এর মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যাবে না। আজ যে ছাত্রদল প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলো তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত টানা পড়তে পারবে। কোন বছর অকৃতকার্য্য হলেও ঐ শ্রেণীতে থাকতে হবে না, নতুন শ্রেণীতে সে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তবে আমাদের রাজ্যে এই আইন এখনও বলবৎ হয়নি, আলোচনাধীন অবস্থায় আছে। এই আইনের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। 'পরীক্ষাভীতি' ও 'পাশ-ফেল' প্রথা কচি শিক্ষার্থীদের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে চরম মানসিক চাপে থাকে। পরীক্ষা আশানুরূপ না হলে সে ভেঙে পড়ে এবং 'অনুত্তীর্ণ' বিষয়টা সে একেবারেই মেনে নিতে পারে না। ফলস্বরূপ এর পরিণাম দাঁড়াই 'স্কুলছুট', আর এই স্কুলছুটের দলই শিশু শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হয়, যা একটা সুস্থ সমাজ গড়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে এত শিশুশ্রমিকের আধিক্য। অপরদিকে স্কুলছুট ছাত্রীদের একটা বড় অংশ বাল্যকালেই বিবাহের পিঁড়িতে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। তাই আমাদের দেশে বিশেষ করে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী স্ত্রীজাতির শারীরিক অবস্থার এত অবনতি। এই কারণে অন্তত একটানা ১৪/১৫ বছর বয়স পর্যন্ত সে যদি বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে আবিশ্যকভাবে বাধা থাকে তাহলে তার মানসিক বিকাশের পথ সুগম হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে সে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ ইত্যাদি উপলব্ধি করতে পারে। ভবিষ্যতের চলার পথ সুগম হয়।

কিন্তু কোন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে যাবে ও আসবে, তার বিদ্যাশিক্ষার কোন মূল্যায়ন হবে না – এটা ঠিক নয়। অকৃতকার্য্য হলেও সে পরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এটাও কাম্য নয়। যে পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ তাকে পরের শ্রেণীতে পরবর্তী পাঠ্যক্রম পড়তে বাধ্য করা তার উপর অত্যাচারস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। যখন সে অকৃতকার্য্য হয়েও পরের শ্রেণীতে পড়তে বাধ্য হবে তখন তার কাছে নতুন পাঠ্যক্রম আরও জটিল মনে হবে এবং পুনরায় সে ফেল করবে। পড়াশুনা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠবে। কিন্তু আইনের ফাঁকে গলে সে নতুন শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পাবে। তাহলে বলতে হয় প্রকৃতভাবে শিশুটি 'শিক্ষার অধিকার' থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমরা জানি সব বিষয়েই একটা মূল্যায়ন আশু প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থী কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে তার অবশ্যই মূল্যায়ন প্রয়োজন, আর সে মূল্যায়ন সন্তোষজনক না হলে তাকে অবশ্যই উক্ত পাঠ্যক্রমে আরও ভালো ভাবে অধ্যবসায় করতে হবে – এটাই (৩য় পাতায়)

বৃষ্টির অভাবে খরিপ চাষ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের হাজার হাজার বিঘা জমি জলের অভাবে অনাবাদী পড়ে আছে। শ্রাবণ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক চলে গেলেও বৃষ্টির অভাবে ধান রোয়া সম্পূর্ণ বন্ধ। গতবারও একই অবস্থা হয়েছিল। জলের অভাবে অনেক জমিতে চাষ হয়নি। একইভাবে মার খাচ্ছে সবজি চাষ। খরিপ চাষের এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকটা চাষী হতাশগ্রস্ত দিন কাটাচ্ছেন। চালের দামও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুষ্ঠু পড়াশোনার দাবীতে কলেজে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ও অন্যান্য ১৩ দফা দাবীর প্রেক্ষিতে ২৯ জুলাই ছাত্র পরিষদ অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রধান দাবীগুলো ছিল – ১) মেধা তালিকা মতো সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করতে হবে। ২) অবিলম্বে পরিবেশ বিদ্যা, সংস্কৃত ও আরবীতে সাম্মানিক কোর্স চালু করতে হবে। ৩) সমস্ত পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বহিরাগতদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। ৫) বিড়ি ওয়েলফেয়ারের টাকা সঠিক সময়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি। অধ্যক্ষ দাবীগুলো পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্রপরিষদের সভাপতি সেখ মহঃ হাসানুজ্জামান।

বিজেপি জঙ্গিপুর পৌরমণ্ডলের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় জনতা পার্টির জঙ্গিপুর পৌর মণ্ডল গত ৩০ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে ১১ দফা দাবী সমেত ডেপুটেশন দেয়। উল্লেখযোগ্য দাবীগুলো ছিল – ১) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অবিলম্বে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। ২) পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে পেট্রোল-ডিজেলের উপর বসানো সেস কমাতে হবে। ৩) ইলেকট্রিক মাশুল বৃদ্ধি মানুষের স্বাভাবিক নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। ৪) রেশনকার্ড ও প্রকৃত বি.পি.এল তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ৫) ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের অধিগৃহীত কৃষি জমি ও বাস্তু জমি অবিলম্বে প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন বিজেপির স্থানীয় সভাপতি কমল সাহা।

শিক্ষার অধিকার

(২য় পাতার পর)

কাম্য হওয়া উচিত। এমনি তো আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ ফেল প্রথা নাই। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তৃতীয় / চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী ভালোভাবে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারেনি। তার উপর অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা না থাকলে শিক্ষার পরিবেশ সহজেই অনুমেয়।

আজ আমরা দেখছি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর বাড়বাড়ন্ত। খবরে প্রকাশ, দুর্গাপুরের এই রকম একটা বেসরকারী বিদ্যালয়ে জনৈক ছাত্রের দুটির পর তার অভিভাবকের আসতে একটু বেশি সময় লাগায় ছাত্রটিকে এক ঘন্টা আটকে রাখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতে শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত হয়। তাতে কী ! বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এরজন্য কোন অনুশোচনা নাই, অন্য অভিভাবকদেরও কোন বক্তব্য শোনা যায়নি। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের আরও তুঘলকী আচরণ সহ্য করতে হবে। এইসব বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যখন দেখতে পাবো 'শিক্ষার অধিকার' আইনের ঘেরাটোপে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পড়াশুনার কোন পরিবেশই নাই। তাই 'পাশ-ফেল' প্রথা রদ না করে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে প্রকৃত 'শিক্ষার অধিকার' আইন বলবৎ হোক।

৯ই আগষ্ট, ১৯৪২

(২য় পাতার পর)

নীতিহীনতা, চরিত্রভ্রষ্ট নেতৃত্ব। সামগ্রিক অবক্ষয়। এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ৯ই আগষ্টের সেই রক্তাক্ত শপথ – আত্মোৎসর্গের, সর্বস্বত্যাগের সেই দৃঢ় ব্রতের কথা কি আমরা ভুলে যাব ? জাতির যৌবন কি একবার পিছন ফিরে সেদিনের কথা স্মরণ করবে না ?

ইঁদুর প্রসঙ্গে

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। গজানন সিদ্ধিদাতা গণপতিকে স্মরণ করেই লেখাটা শুরু করা বিধেয় মনে করি কেননা যে সংকটের তাড়নায় এই লেখা সেই সংকট থেকেই একমাত্র তিনিই তরাতে পারেন। যত মুশকিলের মূলে গণেশাজীর বাহন মূষিক। ভাবতে অবাক লাগে একদন্ত মহাকায় গণপতি কী করে এই জীবটিকে বেছে নিলেন তাঁর বাহন রূপে। যাই হোক, আমরা গণেশাজীকে প্রচণ্ড ভক্তি করি, আবার ভয়ও করি যথেষ্ট, কেননা ওঁর হাতেই তো রয়েছে ঋদ্ধি-সিদ্ধির চাবিকাঠিটি।

রাতে তো বটেই, দিনেও ওদের কাছে আমার বাড়িটা মুক্তাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি নানান সাইজের মূষিককুল তাদের তীক্ষ্ণ দন্ত ও তীব্র গতির দাপট নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ আমরা কিস্‌সু করতে পারছি না। কোন খাদ্যবস্তু রাখার জো নেই, ওদের কবল থেকে এ সব রক্ষা করা যে কত [illegible]ক্ক তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। কাঠের বা ফাইবারের বা অনুরূপ [illegible]ান বস্তু দিয়ে তৈরী খাদ্য রাখার জায়গা ওদের কাছে নিতান্ত শিশু। [illegible]ক্ষণের প্রচেষ্টাতেই ওরা রাস্তা ক্লিয়ার করে নেয়, দন্তাঘাতে বিদারিত ক[illegible] এই তো সেদিন আমার অমন সুন্দর প্লাইউডের পাল্লা (খাদ্য বস্তু রাখার [illegible]কের) ওদের পাল্লায় পড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। আমাকে কাঁচের শরণাপন্ন হতে হোল, গেল বেশ খানিকটা গাঁটের কড়ি, আক্কেল সেলামি যেন। কারণ মিস্ত্রি আমাকে প্রথমেই কাঁচের পাল্লা করার পরামর্শ দিয়েছিল। আলু, পটল, বেগুন-যে কোন কাঁচা সব্জি অক্ষত থাকার উপায় নেই, খাও ওদের উচ্ছিষ্ট ! মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় ইত্যাদি দোতলা, তিনতলা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঠে পৌঁছে যায় ঠাকুর ঘরে, সিংহাসনের নীচে ছড়িয়ে থাকে। ঠাকুরের চরণে নিবেদিত ফুল এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ঠাকুরের ফটোগুলো এলোমেলো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।

এক একদিন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লাঠি নিয়ে ধাওয়া করি কিন্তু মরে যাবে ভেবে মারতে পারিনা, আস্ফালনই সার হয়। সুতরাং দাও খেসারৎ। আমার সব সময়ে গায়ে দেওয়া শালটি গেল। ধুতি, পাঞ্জাবী, গিন্নির শাড়ী, কোনটাই রেহাই পেল না। এখন কি আমার হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি প্যাকেট উধাও। পরে আবিষ্কৃত হোল ঘরের নালার মুখে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। একদিন দেখা গেল বালিশের একটা নতুন তোয়ালে বেপাত্তা, অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তার হদিস পাওয়া গেল না। এতেই শেষ নয়। একদিন হঠাৎ দেখা গেল ইনভারটার কাজ করছে না। অনেক সাধাসাধির পর মিস্ত্রি এসে আবিষ্কার করল সংযোগকারী তারটি কেটে গেছে, আর এই অপকর্মটির নায়ক কোন করিৎকর্মা ইঁদুর। একজন বেড়াল পোষার পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন বিষ দিন ইত্যাদি। কিন্তু হাজার হোক গণেশের বাহন, বিষ দিই কী করে। ও দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ফটোগুলো যেন বলছে – মনে রেখো — 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' বাড়ীর কাজের লোক রেগে মেগে একদিন বিষ দিয়েই দিল। সে আর এক বিপদ। যেন মড়কের অবস্থা। লাশ সরাতে পয়সাও খরচ হল বিস্তর। দু-একটা এমন গোপন জায়গায় দেহত্যাগ করলো যে দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার উপক্রম, তিন-চার দিন প্রায় ঘরছাড়া। ভাবলাম, না এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। ফুলতলা থেকে নিয়ে এলাম কাঠের কল। একটা একটা করে ইঁদুর ধরা পড়ে। আর পয়সা খরচ করে তাকে ফেলার ব্যবস্থা করি। কারণ আমাদের বাড়ীর সবারই ইঁদুর ফোবিয়া। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হোল না কেননা ওরা যে সংখ্যাতীত, ওদের বংশ যে বর্তমান ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতই ক্রমবর্ধমান। এখন ভাবছি যদি গল্পের সেই হ্যামলিনের চিত্রবিচিত্র পোষাক পরা বংশীবাদককে পাওয়া যেত তবে হয়তো এই সংকট মোচন হোত। আমার মনে হয় এ সংকট আমার একার নয়। কিন্তু শেষে পৌরপতি যদি চালাকির আশ্রয় নেন তবে তো আরো বিপত্তি।

এই রকম চরম বিভ্রান্তিতে ভুগছি মশাই, কী হবে জানি না। তবে আপনাদেরকে মনের কথা বলে একটু যেন হালকা মনে হচ্ছে।

দেশের নিরাপত্তাকে নস্যাৎ করে

(১ম পাতার পর)

বই এর কাউন্টার পার্টেও সব কিছু ওভার রাইটিং করা হয়েছে এবং সেখানে রেজিষ্টার নম্বরও ত্রুটিযুক্ত। একটা গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্টারে এত কাটাকুটি বা ওভার রাইটিং কেন প্রশ্ন করলে ডাঃ প্রধান নীরব থাকেন।

উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপে যখন ভারতের নানা জায়গায় নাশকতামূলক কাজ চলছে, সীমান্ত পার হয়ে বহু বাংলাদেশী বা পাকিস্থানী ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত গ্রামে আস্তানা গাড়ছে, তখন একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মী কিভাবে ভূয়া জন্ম সার্টিফিকেট দিচ্ছেন – এ প্রশ্ন সীমান্ত এলাকার শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের। তারা আরো জানান – এই ধরনের বহু ভূয়া জন্ম সার্টিফিকেট এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে মোটা টাকার বিনিময়ে দেয়া হয়েছে। তদন্ত করলেই সব কিছু প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে সুতী-১ বিডিও অরূপ বিশ্বাস জানান – "আহিরণ উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যদি এই ভাবে জন্ম সার্টিফিকেট দেয়া হয়ে থাকে তবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে, বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীর সদস্য জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে ভোটার হতে পারে, আইকার্ড নিয়ে থাকতে পারে। এ বিষয়ে– জরুরী তদন্ত প্রয়োজন।' মহকুমা শাসক, জেলা-শাসক, জেলা-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে খুব তাড়াতাড়ি

(১ম পাতার পর)

ডাক্তারবাবুদের যেতে হচ্ছে। এইসব কারণেই আউটডোরে তুলনামূলক কিছু কম ডাক্তার বসছেন, এটা একদম অনিচ্ছাকৃত। সর্বোপরি আমরাও তো মানুষ, ছুটির প্রয়োজন আমাদেরও থাকতে পারে।

– রোগীর বিছানাপত্র-চাদর-ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য কেন বহরমপুর পাঠান ? এতে সময় ও অর্থ দুই-ই বেশি ব্যয় হয় নাকি ? – এ উত্তরে ডাঃ সাহা জানান, স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগের ভিত্তিতে অর্থাৎ এখানে কোন পুকুর বা নদীতে রোগীদের ব্যবহৃত চাদর ইত্যাদি পরিষ্কারে আপত্তি ওঠে। এই কারণে বর্তমানে বহরমপুর থেকে ধোলাই করে আনা হচ্ছে।

প্রঃ – "প্রি-ম্যাচুওর বেবির জন্য এখানে একটা ইনটেনসিভ্ কেয়ার ইউনিট" চালু হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

– হ্যাঁ, এই ইউনিটটা খুব জরুরী এবং এরজন্য একটা প্রোপোস্যাল প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারীর নিকট পাঠানো হয়েছে।

প্রঃ এটি কত শয্যা বিশিষ্ট হবে ?

– মোটামুটি ৩০০০ স্কোয়ারফিট এলাকা জুড়ে হওয়ার কথা আছে।

প্রঃ- এর জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ?

– না, এখনো কোন অর্থ অনুমোদন হয়নি।

প্রঃ- হাসপাতালের মধ্যে বাইরের যে গাড়ী বসে আছে সে সম্পর্কে আপনারা কী করছেন ?

– দেখুন ওগুলো তো রোগীর স্বার্থেই। যে সময়ে যে কোন রোগীকে আমরা অন্যত্র রেফার করি, তখন গাড়ীর অভাব হয়ে পড়ে। এই কারণে গাড়ীগুলো থাকে। তাছাড়া অকারণে যাতে ও হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রঃ – আপনি তো এখানে নতুন এসেছেন, এখানে কাজের পরিবেশ কেমন মনে হচ্ছে ?

– এমনি ঠিকই আছে। তবে রোগীর চাপের তুলনায় স্টাফ ও শয্যা কম এটাই সমস্যা।

দোতলা বাড়ী বিক্রী

জঙ্গীপুর ফাঁড়ির সামনে সদর রাস্তায় ৬ শতক জায়গার ওপর একটি দোতলা বাড়ী বিক্রী আছে।

যোগাযোগ: ০৩৪৮৩-২৬৯১০৬ (সকাল ৬টা –৮ টা, সন্ধ্যা ৭টা – ৯টা)।

গন্ধবণিক মহাসভার সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গন্ধবণিক মহাসভার মহাসভা জঙ্গিপুর শাখার দ্বিবার্ষিক চতুর্থ সম্মেলন হয়ে গেল গত ২৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জে। আবৃত্তি, কুইজ প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এবারে সভাপতি নির্বাচিত হন পীযূষকান্তি প্রামাণিক এবং সম্পাদক বনবিহারী দত্ত।

যানবাহনের দাপাদাপি জঙ্গিপুরের নাগরিকদের

(১ম পাতার পর)

দাপাদাপি। আর আছে মাল বোঝাই ট্রাকগুলোকে রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাল নামাচ্ছে তো নামাচ্ছেই। এর ফলে সকালের দিকে বাজারের সামনে বা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাবার সময় প্রায় দিন একটা না একটা অঘটন লেগেই থাকছে। আর থাকছে সরু রাস্তার ওপর গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখা, বালি পাথর ফেলে রাখা। পুলিশ-প্রশাসন বা পুর কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কিছু করার আছে কি ?

মিড-ডে-মিলের চাল চুরিতে প্রধান শিক্ষক

(১ম পাতার পর)

হরেন্দ্রনাথ সরকার জানান – ৪৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য রাধুনীদের ৪৭-৫০০ চাল দেওয়া হয়। ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে লক্ষ্য রাখতে পারিনি। অন্যদিকে গ্রামের মানুষ প্রধান শিক্ষকের সামনে অভিযোগ করেন – 'এই বিদ্যালয়ে ২৫০ থেকে ৩০০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী কোন দিনই উপস্থিত থাকে না। প্রধান শিক্ষক ও গোষ্ঠীর মহিলাদের যোগসাজসে ৫০০ ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে উদ্বৃত্ত চাল এই ভাবে পাচার হয়। আজ ধরা পড়ে গেছে তাই'। গ্রামবাসীরা আরও জানান 'এখানে শিশুদের খাদ্যের মানও খুব খারাপ। খাবারের মধ্যে না আছে সবজি, না আছে তেল মশলা।' প্রধান শিক্ষক ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে অস্বীকার করেন বলে খবর।

বিপিএল তালিকার গৃহহীনদের ৪০০

(১ম পাতার পর)

পরে বেশী দামে বাইরের লোকেদের বিক্রী করে দেয়। অনেকে ঐ সব গৃহ কিনে ব্যবসা পর্যন্ত শুরু করেছে। সব থেকে বড় ত্রুটি বেশীর ভাগ গৃহেই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই। অথচ ঠিকাদারদের বিল পাস হয়ে গেল। ধুলিয়ানে স্বাস্থ্য সচেতনতা সাধারণের মধ্যে এমনিতেই কম। রাস্তার ধারে বা গঙ্গার ধারে ফাঁকা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ এদের রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। যার ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এদের অসুখ বিসুখ লেগেই থাকছে।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008

Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000

ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।